R. N. No. 2532/57 Ph. : 266228 (P.), 267228 (Resi.)/STD 03483 P. Regd. No. WB/MSD-05

আধুনিক ডিজাইনের
আলমারী, চেয়ার, টেবিল,
খাট, সোফা ইত্যাদি
যাবতীয় ফার্ণিচার বিক্রেতা
বি কে
ষ্টীল ফার্ণিচার
রঘুনাথগঞ্জ ।। মুর্শিদাবাদ
ফোন নং—২৬৭৫২৪

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
Jangipur Sambad, Raghunathganj, Murshidabad (W. B)
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)
প্রথম প্রকাশ : ১৯১৪

জঙ্গীপুর আরবান কো-অপঃ
ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ
রেজি নং—১২ / ১৯৯৬-৯৭
(মুর্শিদাবাদ জেলা সেন্ট্রাল
কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক
অনুমোদিত)
ফোন : ২৬৬৫৬০
রঘুনাথগঞ্জ ।। মুর্শিদাবাদ

৯৩শ বর্ষ ১ম সংখ্যা | রঘুনাথগঞ্জ ২রা জ্যৈষ্ঠ, বুধবার, ১৪১৩ সাল। ১৭ই মে ২০০৬ সাল। | নগদ মূল্য : ১ টাকা বার্ষিক : ৫০ টাকা

সারা দেশের মতো জঙ্গিপুরেও বামফ্রন্টের বিপুল জয়

অসিত রায় : পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভার চতুর্দশ নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে শেষ করার চিন্তা-ভাবনা মাথায় নিয়ে নির্বাচন কমিশন যে ভাবে নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রথম থেকে চালু রেখেছিলেন তা অবশ্যই আগামী ভোটপর্বের নিদর্শন হয়ে থাকবে। শেষ অধ্যায়ে ফলাফল দ্রুত জনসাধারণের কাছে পৌঁছানোর জন্য ইন্টারনেট প্রযুক্তির মাধ্যমকে বেছে নেওয়া হয়। এর ফলে দ্রুত দেশের সর্বত্র ফলাফল পৌঁছে যায়। ভোটগণনা কেন্দ্রে যাতে কোন রকম সমস্যা না হয় তার জন্য নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তার ব্যবস্থা ছিল। প্রধান ফটকের ২০০ মিটার আগে পর্যন্ত ছিল রাজ্য পুলিশের আয়ত্তে। গণনা কেন্দ্রের দায়িত্ব ছিল বি এস এফ-এর হাতে। প্রধান ফটকের পাশে অনুসন্ধান অফিস। আর তার পাশে ছিল মিডিয়ার জায়গা। ওখান থেকেই মাইকে ঘোষণা মতো খবর সংগ্রহ করতে হচ্ছিল। নির্বাচনে মুর্শিদাবাদ জেলায় মোট আসন ১৯। তার মধ্যে সিপিএম ৭, আর এস পি ৫, সোস্যালিষ্ট পার্টি ১, ফরোয়ার্ড ব্লক ১, কংগ্রেস ৩ এবং নির্দল ২। আগের নির্বাচন অর্থাৎ ২০০১ সালে অবস্থাটা ছিল যথাক্রমে সিপিএমের ৫, আরএসপির ৪, ফরোয়ার্ড ব্লকের ১, সোস্যালিস্ট পার্টির ১টি, কংগ্রেসের দখলে ছিল ৬টি, আর নির্দল ২টি। এবারের নির্বাচনে জঙ্গিপুর কেন্দ্রে আরএসপির আবুল হাসনাত খাঁ তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী কংগ্রেসের হাবিবুর রহমানকে ১৩৪৯৭ ভোটে পরাজিত করেন। ফরাক্কা কেন্দ্রে কংগ্রেসের মৈনুল হকের কাছে ৬৫৪০ ভোটে হেরেছেন সিপিএমের আবদুস সালাম। সাগরদীঘি কেন্দ্রে সিপিএমের পরীক্ষিৎ লেট হারিয়েছেন কংগ্রেসের রাজেশ ভকতকে ৬০৬৩ ভোটের ব্যবধানে। (শেষ পৃষ্ঠায়)

সিপিএমকে ভোট দেয়ায় কংগ্রেসীরা বদলা নিতে উদ্যত, বোমায় পাঁচজন জখম

নিজস্ব সংবাদদাতা : জঙ্গিপুর শহর লাগোয়া মির্দ্ধাপাড়ায় দু' পক্ষের গোষ্ঠী দ্বন্দ্বে এলোপাথারি বোমা পড়ে। পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে নিরপরাধ লোকজনের ওপর অত্যাচার চালায় বলে এলাকাবাসীর অভিযোগ। ঘটনার সূত্রপাত গত ১২ মে সন্ধ্যের দিকে বদরপাড়ার সিপিএম সমর্থক বলে প্রচারিত জনৈক গাজল সেখ মদ্যপ অবস্থায় মির্দ্ধাপাড়ায় গিয়ে ওখানকার কংগ্রেসী কাউন্সিলার ও এলাকার সর্দারকে উদ্দেশ্য করে গালিগালাজ করে। এই ঘটনার জেরে সিপিএম ও কংগ্রেস গোষ্ঠী দ্বন্দ্বে পরদিন সকাল থেকে দু' পক্ষের বোমা নিক্ষেপে এলাকার শান্তি বিঘ্নিত হয়। পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে মির্দ্ধাপাড়ায় কাউকে না পেয়ে মহম্মদপুরের স্নানরত জোবেয়ের সেখকে পুকুরপারে এবং মন্ডলপাড়ার আপেল সেখ ও ডালিম সেখকে রাস্তায় ধরে বেধড়ক মারধোর করে। ঐ সময় তারা সদ্য প্রসবা দিদির তদারকি করে জঙ্গিপুর হাসপাতাল থেকে বাড়ী ফিরছিলেন বলে খবর। এ প্রসঙ্গে জঙ্গিপুরের অন্যতম সিপিএম নেতা মৃগাঙ্কভট্টাচার্য্য জানান—'প্রকৃত ঘটনা এবার ১০ নম্বর ওয়ার্ডের বহু কংগ্রেসী পরিবার দলের ওপর ভরসা রাখতে না পেরে তাঁরা আমাদের ভোট দেন। ঐ ওয়ার্ড থেকে ৫২% ভোট পায় আমরা। সিপিএমকে ভোট দেয়ার অপরাধে ওখানকার গুলবাহার বিবি ও তার ভাইকে ওরা মারধোর করে। ওদের হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়। অশান্তি জিইয়ে রাখতে এই ঘটনার পরদিন এলাকায় ত্রাস সৃষ্টি করতে অন্ততঃ একশো বোমা ফাটায় ওরা। বোমার ঘায়ে পাঁচজন জখম হয়। বেশ কিছু বাড়ী ক্ষতিগ্রস্ত হয়। পুলিশী হস্তক্ষেপে এলাকা এখন শান্ত।'

বিশেষ সম্পাদকীয় :
পত্রিকার ৯৩তম জন্মদিবসে

পাঠক, গ্রাহক-অনুগ্রাহক, পৃষ্ঠপোষক ও হিতৈষীদের আশীর্বাদ মাথায় নিয়ে, বহু বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করে, জঙ্গিপুর মহকুমার অন্যতম সাপ্তাহিক সংবাদপত্র 'জঙ্গিপুর সংবাদ' আজ ৯৩ বর্ষে পদার্পণ করল। আজ থেকে বিরানব্বই বছর আগে ১৩২১ বঙ্গাব্দের ৩ জ্যৈষ্ঠ যে দায়িত্বের বোঝা কাঁধে নিয়ে পিতামহ শরৎচন্দ্র পন্ডিত (দাদাঠাকুর) 'জঙ্গিপুর সংবাদ' প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, সেই আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে আমরা এখনও মহকুমার মানুষের সুখ-দুঃখ, কৃষ্টি-সংস্কৃতি, অভাব-অভিযোগ, দুর্নীতি-স্বজনপোষণ, আর্ত, নিপীড়িত ও শোষিত মানুষের দাবিদাওয়া ইত্যাদি বিষয়ে সংবাদ প্রকাশ করে চলেছি। মাঝে মাঝে এর জন্য সরকারী দল ও প্রশাসনের চোখরাঙানির শিকার হতে হয়। তবে শত হুমকিতেও আমরা পিছু পা নই। কেন না সত্য সংবাদ নিরপেক্ষ ও নির্ভীকভাবে প্রকাশে আমরা আপনাদের কাছে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। সুদীর্ঘ বিরানব্বই বছর ধরে আমরা আপনাদের সেই বিশ্বাস, স্নেহ ও ভালোবাসা অটুট রাখার চেষ্টা করেছি, ভবিষ্যতেও অক্ষুন্ন রাখার চেষ্টা করব। আবার এই প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি।

আঠারোর ভোটাররা উজার করে ভোট দিয়েছেন—মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্য

নিজস্ব সংবাদদাতা : এবারের বিধানসভা ভোটে যুবগোষ্ঠীর একটা বিশাল অংশকে আমরা পাশে পেয়েছি। আঠারো বছরের নয়া ভোটাররা উজার করে ভোট দিয়েছেন আমাদের। বামফ্রন্টের কৃতিত্বের পিছনে নয়া প্রজন্মের আন্তরিক সহযোগিতার সঙ্গে জঙ্গিপুর মহকুমা তথা পুর এলাকার মানুষের সহযোগিতার কথাও দ্বিধাহীন-ভাবে স্বীকার করেন মৃগাঙ্কবাবু এবং তাঁদের আন্তরিক শুভেচ্ছা জানান।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

২রা জ্যৈষ্ঠ, বুধবার, ১৪১৩ সাল।

প্রত্যাশা জাগায়

কথা নয়, কাজ। স্বপ্ন নয়, স্বপ্নপূরণ। মানুষ তাহাই চাহে। মানুষ কাজ চাহে। যে কাজের মানুষ তাহার নিকট হইতে প্রত্যাশা করা যাইতেই পারে। বুদ্ধদেব-বাবু কাজের মানুষ। কোন কাজ বকেয়া ফেলিয়া রাখিতে তিনি রাজী নহেন। 'ডু ইট নাও' তাঁহার সেই মানসিকতার পরিচয় বহন করে। সারা দেশে উন্নতির বিশাল কর্মযজ্ঞের যে আয়োজন শুরু হইয়াছে তিনি তাহার ঋত্বিক। তিনি জনগণের নিকট দিতে চাহিয়াছেন—উন্নততর প্রশাসন। তিনি শোনাইয়াছেন কৃষি এই রাজ্যের ভিত্তি, শিক্ষা হইল তাহার ভবিষ্যৎ। কৃষি ও শিল্পে দেশকে আগাইয়া লইয়া যাইবার তিনি কান্ডারী। তাঁহার লক্ষ্য উন্নয়ন। তাঁহার দৃষ্টি সুদূরপ্রসারী। এই বিষয়ে দলও তাঁহার সহযোগী। তাঁহার উন্নয়নমুখী চিন্তাধারা রাজ্যের মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য বলিয়া মনে হইয়াছে। তাহার প্রমাণ—নির্বাচনে অপ্রত্যাশিত সাফল্য। সপ্তমবার বামফ্রন্ট শাসন ক্ষমতায় আসিবে তাহা এক রকম নিশ্চিতই ছিল। তবে নির্বাচিত বিধায়কের সংখ্যা তাহার মাত্রা ছাড়াইয়া গিয়াছে। ইহা নিশ্চিন্তভাবেই তাঁহার কর্মকৃতিত্ব এবং স্বচ্ছ ভাবমূর্তি। তাঁহার পূর্বসূরী জ্যোতিবাবু বলিয়াছেন "আমি যা ভাবিনি, মানুষ তার চেয়েও বেশি ভোটে আমাদের জিতিয়েছেন।" স্বীকার করিলেন—বুদ্ধবাবু মানুষের ভালোবাসা পাইবার ফলেই তাহা সম্ভব হইয়াছে।

নির্বাচনে শাসকদলের পক্ষে সাধারণ মানুষ যেমন ভালোবাসা উজাড় করিয়া দিয়াছে, দিয়াছে নিরঙ্কুশ সংখ্যা গরিষ্ঠতা তেমনি তাহাদের আশা, প্রত্যাশাও বাড়িয়া গিয়াছে শাসক দলের কাছে। কৃষি শিল্পের উন্নয়ন তথা শিল্পের উন্নয়ন প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে কর্মসংস্থানের পরিকল্পনা ও তাহার সদর্থক রূপায়ণ ও বাস্তবায়ন রাজ্যের মানুষের নিকটে একটা বড় প্রত্যাশা তাহাতে সন্দেহ নাই।

রাজ্যে এখন সুপবন বহিতেছে, পতাকা তুলিয়া তাহাতে লিখিয়া দিতে হইবে সরকারের উন্নয়নমুখী কর্মযজ্ঞের নির্ঘন্ট। উন্নয়নের গতি প্রবাহ নিরবছিন্ন ধারায় বহমান হইয়া চলিতে থাকুক—ইহাই রাজ্যবাসীর অভিপ্রেত এবং কাম্য বিষয়।

ভোটের ছড়া

দেবাশিস্ বন্দ্যোপাধ্যায়

(১)

ওরা পাঁচ বছর ঘুমিয়ে থাকে
কেবল ভোট এলেই জাগে—
ভোটে গো-হারা হারলে পরে
আবল-তাবল বকতে থাকে।

(২)

বিরোধীদের অবস্থা হবে
এবার আরও করুণ—
দিদি আপনি 'রিগিং-রাগে'র
ফেভারিট গানটা ধরুন।

(৩)

প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতিপদে
প্রণব দিলেন ইস্তফা—
অতীশ-অধীর ঝামেলা না মিটিয়ে
উনি কাকে দিলেন এই তোফা ?

(৪)

কংগ্রেসের হাতে কুঠারাঘাত
সকল দেহ হল রক্তাক্ত—
অথচ সনিয়ার সভায় সভাপতি অধীর
কার হাতে যে কার রক্ত ?

(৫)

কমিশনের কড়াকড়িতেই হবে
রাইটার্স দখল
এ চিন্তাটিও হল শেষ—
পাগল দিদির পাগলামী দেখে
হাসছে গোটা দেশ।

(৬)

যারা বিরোধীতাই করতে জানে না
তারা চায় ক্ষমতা ও শাসন—
জনগণ এবার বুঝিয়ে দিয়েছে
তাই ষাট থেকে ঊনত্রিশ আসন।

(৭)

প্রণব বলে আয় দিদি-ভাই
সোমেন পারলে হাত ধরে টানে—
কিন্তু দিদি যে কত বড় পাগল
জনগণের চেয়ে কে আর বেশী জানে ?

(৮)

এই পাগলের হাতে রাজ্যের ভার
এও কি ভাবা যায় ?
কেবল কলকাতাতেই আটকে গেছে
ঘাসফুলের দিদি-ভাই।

(৯)

তোমার কথা আমার কথা
দিদির কথাও শেষ—
এবার কাজ দেখাবেন তিনি
যার মাথায় পক্ক-কেশ।

(১০)

অবাধ ভোটের ব্যবস্থা করে
কমিশন দেখালো ম্যাজিক—
উল্টে হল বামেদের লাভ
বিরোধীরা সব সিক্।

বাংলার রঙ লাল

অনুপ ঘোষাল

না, সবুজ নয়। গেরুয়া তো নয়ই। লালে লাল। বাংলার রঙ লাল। বিস্তর বিতর্ক, প্রাচুর্যের প্রচার, কমিশনের করমচা চোখ, এবং মিডিয়ার মস্তানির পর ভোটপর্ব চুকল পশ্চিমবাংলায়। গণনার জন্য রুদ্ধশ্বাস অপেক্ষা। অতঃপর এগারোর অপরাহ্নে ছবি পরিস্কার—এই বাংলা আগামী পাঁচ বছরের জন্য আবার বামফ্রন্টের। আগামীকাল (১৮ মে) নতুন মন্ত্রিসভার শপথ। নতুন নতুন মুখ সেখানে। নতুন প্রত্যাশা। ২৯৩ এর মধ্যে ২৩৫। আধুনিক বাংলায় যাকে বলে, 'ব্রুট্ মেজরিটি'। মাত্র ৫৮টা আসন বিরোধী ও নির্দলরা ভাগাভাগি করে নিতে পেরেছে। আগামী দিনে এটুকুও থাকবে তো ? তিন দশকের পর চতুর্থ দশকে পা ফেলবার পথে বামফ্রন্ট। রাশিয়ায় গর্বাচভের গ্লাসনস্ত ও পেরেস্ত্রৈকার আগে পর্যন্ত টানা সত্তর বছর কম্যুনিস্ট শাসন চলেছিল। বাঙালি বামপন্থী। কংগ্রেসের মধ্যেই সুভাষচন্দ্রের মাধ্যমে বামপন্থার সূচনা। সেই সুভাষের বাংলাতেই টানা প্রায় ত্রিশ বছর বামপন্থীদের শাসন। ভারতে তো বটেই (কেরল ত্রিপুরা কোথাও নয়), বিশ্বেও তৃতীয় নজির নেই। যেমন চলছে—আমরা রাশিয়ার রেকর্ডও ভেঙে ফেলতে পারি কি ? বহুদূর পথ, জবাব পাব আগামী প্রজন্মের কাছে।

প্রশ্ন ওঠা সংগত—এমন একটা চোখ ধাঁধানো সাফল্য এল কী করে! অন্তঃসলিলা অ্যান্টিইস্ট্যাবলিস্টমেন্টের ঝুঁকি, সীমিত আর্থিক ক্ষমতা এবং একঘেঁয়েমির অবসাদ শিকেয় তুলে একটি রাজনৈতিক জোট কোন্ জাদুমন্ত্রবলে দশকের পর দশক ধরে ক্ষমতা দখলের হিম্মত দেখায় ? (৩য় পৃষ্ঠায়)

(১১)

বিরোধীরা এত দুর্বল হলে
দেশের কী আর ভাল হবে ?
বিরোধীদের ঘর গোছানোর দায়িত্বটাও
বামেরাই নিক না তবে ?

(১২)

এতগুলো এম. এল. এ বাদ
এতগুলো মন্ত্রী বাদ
তবুও বামপন্থীদের দেখার মত ঐক্য ও
শৃঙ্খলা—
বিরোধীদের সবাই রাজা
সবাই দেয় সবাইকে সাজা
জনগণ দিল ভোটে তাই আচ্ছা কানমলা।

বাংলার রঙ লাল (২য় পৃষ্ঠার পর)

রিগিং-এর কুৎসা মুছে এমন গৌরবের জয় কীভাবে করায়ত্ত বামফ্রন্টের ?

বিশেষজ্ঞের বিশ্লেষণ পেপারের পাতায় পাতায় ছেপে বেরুচ্ছে প্রত্যহ—সকলেই বলছেন—এমন জবরদস্ত সংগঠনের মোকাবিলা ফাঁকা প্রতিশ্রুতি কিংবা আবেগের তুবড়ি দিয়ে সম্ভব নয়। ভোটাররা প্রতিশ্রুতিতে ভরসা রাখে না। দাদাঠাকুর বাঙালিকে বহুদিন আগেই সাবধান করে গেছেন তাঁর অননুকরণীয় ছড়ায়। তুবড়ির উচ্ছাস ইভিএম পর্যন্ত পেঁছনোর আগেই মিইয়ে যায়। থাকে কাজের নিদর্শন, সংগঠনের তাগদ। সুতরাং শীতঘুম থেকে জেগে ওঠা সরীসৃপের মত হঠাৎ ভোটের দামামা বেজে উঠলে—'চল্‌রে ভোটটা করে আসি' বলে কংগ্রেসি কালচারে আর পশ্চিমবঙ্গে ডাল গলবে না। হাওয়া তুলে ভোটনদী পেরোবার জমানা গেছে। ভোটের আগে তাঁরা যেমন ঘুমিয়ে থাকে, ভোটের পরেও থাকুক ঘুমিয়ে—ভোটারদের এই স্পষ্ট অভিমত।

জীবনানন্দ লিখেছিলেন—'বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি, তাই আমি পৃথিবীর রূপ খুঁজিতে যাই না আর।' এই অকবি বলে—বামফ্রন্টের মুখ আমি দেখেছি, ইউ পি এ-র রূপ আমি দেখতে যাই না আর। বাংলার লাল আবির রাঙানো মুখে যে প্রত্যয়ের আভাস, তাতে ভরসা নিশ্চয় রাখা যেতে পারে। ভোটের ফল বেরুনোর দিনেই চিঠি পেঁছেছে টাটা গোষ্ঠীর। বাংলায় তারা মোটরগাড়ির কারখানা খুলছে। ইনফোসিস আসছে। সালিম ঢুকছে। বুদ্ধদেব ধবধবে পাঞ্জাবি আর পরিচ্ছন্ন হৃদয়ে যে ভাবমূর্তি গড়ে তুলেছেন বিগত পাঁচ বছরে, তাতে মনে হয়—আগামীতে বাংলা উজ্জ্বলতর হয়ে উঠবে। জ্যোতিবাবু ছিলেন ভিন্‌তলার মানুষ। ব্যারিষ্টার সাহেব যেন শাসন করবার জন্যেই জন্মেছেন। রাশভারি নেতাটির সঙ্গে ক্যাডার-ভোটার দূরের কথা, নেতামন্ত্রীরাও সসম্ভ্রম দূরত্ব বজায় রেখে চলতেন। সেখানে বাংলার নব্য মুখ সদাহাস্যময় এই বুদ্ধদেব আজও দু'কামরা ফ্ল্যাটের বাসিন্দা। তাঁকে দুর্নীতির কালি ছেটাবার চেষ্টা করলে দুধসাদা পাঞ্জাবি থেকে নির্ঘাৎ পিছলে পড়বে প্রাণবন্ত মানুষটিকে তা যেন কখনোই স্পর্শ করতে পারবে না।

বুদ্ধবাবুর পরিচ্ছন্ন ভাবমূর্তি, কাজের ইচ্ছে এবং অপরাগতার স্বীকারোক্তি—দলকে মানুষের কাছে আরো গ্রহণযোগ্য করে তুলেছে, সন্দেহ নেই। বুদ্ধদেবের সহজসরল জীবনযাত্রার নানা কথা মিডিয়ায় প্রচারিত। পাঠকের অজানা অন্তত একটা ঘটনার কথা বলি। জঙ্গিপুর কলেজের সদ্যঅবসরপ্রাপ্ত আমার বিভাগীয় সহকর্মী নিবেদিরঞ্জন বিশ্বাসের সঙ্গে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য্য একই স্কুলে (কোলকাতার শৈলেন্দ্র সরকার বিদ্যালয়) এক ক্লাসে পড়েছেন। তুই তোকারি সম্পর্ক। এখনও পুরনো বন্ধুরা কোন জায়গায় (পালা করে সহপাঠীর বাড়িতে) বসে আড্ডাটাড্ডা মারেন। তো, কিছুদিন আগে নিবেদি-দার কাছে গত আড্ডার ফোটোগ্রাফ দেখছিলাম। মাত্র দুজন ধুতি-পাঞ্জাবি পরিহিত। বুদ্ধদেব সাদা আর নিবেদিবাবু হলুদমত একটা পাঞ্জাবি পরে পাশাপাশি বসে আছেন। মুখ্যমন্ত্রীর হাতে জ্বলন্ত সিগারেট। আমি নিবেদিদাকে বললাম, 'আপনার বন্ধুটি বড্ড স্মোক করেন, না ?' নিবেদিদা বললেন, 'খুব খারাপ লাগছিল। ধোঁয়ায় আমার অস্বস্তি হয়। বাচ্চুকে (বুদ্ধদেবের ডাকলাম) বললাম—আমি নন্‌স্মোকার আর তুই পাশে বসে কনটিনিউয়াসলি সিগ্রেট টেনে যাচ্ছিস ? ও হাসল। বলল, খুব চেষ্টা করি ছাড়তে। পারি না রে ! বাড়িতেও বকুনি খাচ্ছি। দেখি এবার !'

তো, এই হচ্ছে আমাদের রাজ্যের সর্বময় কর্তার ছবি। সহজ, সরল। ভুল স্বীকার করতে সংকোচ নেই। সততা নিয়ে প্রশ্ন তোলা অসম্ভব। এমন একখানা মুখ যদি কোন রাজনৈতিক গোষ্ঠীর সামনে দীপ্যমান থাকে, মানুষ তাঁদের আশীর্বাদ করবে না ?

ওঁদের শক্ত সংগঠন, নেতার এমন ভাবমূর্তি বামফ্রন্টকে নিশ্চয় এগিয়ে রেখেছিল ; কিন্তু তাঁদের এই বিরাট জয়ে বিরোধীদের ভূমিকাকেও খাটো করে দেখলে চলবে না। বামফ্রন্টের এই ঐতিহাসিক সাফল্যে বিরোধীদেরও বিশাল অবদান থেকে গেছে। একথা বিশ্বাস করার সংগত কারণ নেই—পশ্চিমবাংলার আমজনতা খাঁটি কম্যুনিস্ট বনে গিয়ে ঊর্ধবাহু হয়ে নাচতে নাচতে ফ্রন্টের নির্দিষ্ট চিহ্নে বোতাম টিপে এসেছে। ক্ষোভ অনুযোগ—অনেকেরই হয়তো ছিল। কিন্তু বামফ্রন্টের বদলে কাকে ভোট দেবে তারা ? উদভ্রান্তমতি মমতাকে, নাকি আভ্যন্তরীণ কোন্দলকারী কংগ্রেসকে ? অধীর চৌধুরীর সাহসে ভরসায় হীনবল কংগ্রেসীদের মধ্যে কিছুটা উদ্দীপনা এসেছিল। যে উদ্দীপনার দাপটে বিগত লোকসভা নির্বাচনে জেলার তিনটে আসনই গিয়েছিল কংগ্রেসের দখলে। এবং তখন ১৯টির মধ্যে ১৬টি বিধানসভা কেন্দ্রে কংগ্রেস ছিল এগিয়ে। প্রণব মুখার্জীকে প্রায়ই এই অপ্রিয় সত্যি কথাটা শুনতে হত—'অধীরের জন্যেই জিতে গেলেন, দাদা !' তাঁর মত হেভিওয়েট নেতার আঁতে যা লাগার মত কথা। দেখা গেল, মহকুমাতে সমান্তরাল নেতৃত্ব গড়ে উঠছে। কংগ্রেসের অফিসবাড়ি কেনা থেকে নানা ইস্যুতে দুই গোষ্ঠীর দ্বন্দ্ব প্রকট হয়ে উঠল। অধীরপন্থী এবং প্রণবপন্থীদের চাপান-উতোরে বিগত লোকসভার নির্বাচনে জঙ্গিপুর মহকুমার প্রতিটি বিধানসভা সেগমেন্টে এগিয়ে থাকা কংগ্রেস ফরাক্কা ছাড়া এবার আর কোন আসনই দখলে আনতে পারল না। এপারে-ওপারে দুই পিতামহের পতন ঘটল। যাঁরা নবীন নেতাদের কোনদিন মাথা তুলতে দেননি। আজ নয় ; চিরকাল। যাঁদের কূটকৌশলে পরলোকগত রবি পন্ডিত বা চিত্ত মুখার্জির মত যোগ্য সৎ এবং নিষ্ঠাবান তরুণ কর্মীরাও সেকালে যোগ্য মর্যাদা পায়নি। বরং সুকৌশলে দুজনকে নিজেদের মধ্যে লড়িয়ে দেবার চেষ্টা হয়েছিল। কংগ্রেসের নেতারা (নিজের পুত্র কন্যা ছাড়া) কোন যোগ্যতর তরুণের উত্থান সহ্য করতে পারেন না। প্রণববাবুও পারেননি। অধীরকে চেপে দেবার জন্য রাজ্যস্তর থেকেও প্রচেষ্টা ছিল নিরন্তর। পরিণতি তো এখন সকলের জানা। মুর্শিদাবাদে কংগ্রেস ধরাশায়ী। অধীর নিজের জেদ বজায় রাখতে গিয়ে (পড়ুন—অতীশ সিংহ আর মায়া পালকে হারাতে গিয়ে) গোটা জেলায় আর সময় দিতে পারলেন না। তাঁর সেই জেদ হয়তো বজায় থাকল, কিন্তু কংগ্রেস গেল ডুবে। সুতরাং বামফ্রন্টের এই সাফল্যে জেলায় জেলায় এমন সব বিরোধী নেতাদের অবদানের কথাও ভুললে চলবে না।

আমি রাজনীতিক বা বিশেষজ্ঞ না হয়েও বলতে পারি—কংগ্রেসের জাতীয় স্তরের নেতা এবং আমাদের হেভিওয়েট মন্ত্রীমশাই জঙ্গিপুর লোকসভা কেন্দ্র থেকে আর কোনদিন জিততে পারবেন না (যদি না অবশ্য কোনদিন সি. পি. এম-কংগ্রেসে জোট হয়ে ওঁকে নমিনেশান দেয়া হয়)। প্রণববাবু বুদ্ধিমান, আমার ধারণা আর কখনও জঙ্গিপুরে উনি দাঁড়াতেই আসবেন না। প্রণববাবুর পক্ষে রাজ্যসভার আসনই নিরাপদ।

পরিশেষে বলি—বামফ্রন্টের এই জয়ে সাধারণ মানুষ তো খুশিই, সম্ভবত সোনিয়া গান্ধি পর্যন্ত খুশি। (শেষ পৃষ্ঠায়)

বৃষ্টির অভাবে পাট চাষীরা বিপাকে

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ বৈশাখ মাস চলে গেলেও কালবৈশাখীর সঙ্গে বৃষ্টি না হওয়ায় সমসেরগঞ্জ ব্লকের পাট চাষীরা গভীর সমস্যায় পড়েছেন। অন্যান্য বছর এই সময় পাট বোনার কাজ শেষ হয়ে যায়। সেখানে এ বছরে বৈশাখ মাস শেষ হলেও পাট বোনার মতো বৃষ্টির দেখা মেলেনি। জেলার বিভিন্ন ব্লকে অগভীর নলকূপ বা অন্যান্যভাবে জমিতে জলসেচের সুবিধা আছে। কিন্তু এই ব্লকে অনুরূপ কোন সুযোগ নেই। অধিকাংশ চাষীই বৃষ্টির আশায় জমি তৈরী করে বীজ কিনে বৃষ্টির অপেক্ষায় বসে আছেন। এই এলাকার পাটের ফলন ভালো হলে প্রতি বিঘায় ৪ কুইন্টাল পর্যন্ত পাট ফলে। গতবার বাজার দর ছিল ১২০০-০০ টাকা প্রতি কুইন্টাল। কিন্তু প্রকৃতি বাদ সাধায় এবার সে আশায় ছাই পড়েছে।

আম্বেদকরের ১১৬তম জন্মদিন উদ্‌যাপন

বাদদাতা ঃ মালদা ডিভিশনের সারা ভারত তপসিলি জাতি-উপজাতি রেল কর্মচারী ইউনিয়ন, জঙ্গিপুর শাখার উদ্যোগে সম্প্রতি জঙ্গিপুর রেল স্টেশন সংলগ্ন অফিসে ভিমরাও আম্বেদকরের ১১৬তম জন্মদিন উদ্‌যাপিত হয়। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন অশোককুমার সরকার, বেলডাঙ্গা কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ সনৎ কর ও অধ্যাপক কাশীনাথ ভকত।

বামফ্রন্টের বিপুল জয়

(১ম পৃষ্ঠার পর)

অরঙ্গাবাদের গত বারের বিজয়ী কংগ্রেসের হুমায়ুন রেজা ২৩৬৬ ভোটে সিপিএমের তোয়াব আলির কাছে পরাজিত হলেন। সুতি কেন্দ্রে গতবারের বিজয়ী আর এস পির জানে আলম মিঞা এবারও হারিয়েছেন কংগ্রেস প্রার্থী মহঃ সোহরাবকে ৫৩৩৩ ভোটের ব্যবধানে। জঙ্গিপুর মহকুমার সাথে রাজ্যের ভোট মানচিত্রে এটা বামফ্রন্টের ঐতিহাসিক বিজয়। লালবাড়ির লালদুর্গ দখলের লড়াইয়ে শেষ হাসি হাসলেন বামফ্রন্ট সরকারই।

পাত্র চাই

বৈষ্ণব, বয়স ২২, উচ্চতা ৫' ২", অতি সুন্দরী, ফর্সা অবস্থা-সম্পন্ন ঘরের একমাত্র কন্যা। সংস্কৃতে এম, এ পাঠরতা। উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষক, সরকারী উচ্চপদে চাকুরিরত ফর্সা সুদর্শন স্মার্ট পাত্র কাম্য। সবর্ণ বা উচ্চ অসবর্ণ চলিবে। স্থানীয় অগ্রগণ্য। ফোন ঃ (০৩৪৮৩) ২৬৬২০৮/২৬৬৮১৩

আমাদের প্রচুর ষ্টক—
তাই জ্যৈষ্ঠ আষাঢ়ের বিয়ের কার্ড পছন্দ করে নিতে সরাসরি চলে আসুন।

॥ কার্ডস ফেয়ার ॥

(দাদাঠাকুর প্রেস)

রঘুনাথগঞ্জ (ফোন ঃ ২৬৬২২৮)

দাদাঠাকুর প্রেস এন্ড পাবলিকেশন, চাউলপট্টি, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ) পিন-৭৪২২২৫ হইতে স্বত্বাধিকারী অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বাংলার রঙ লাল

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

বাম ও কংগ্রেস কর্মীরা যখন এখানে মারামারি করে, আমার খুব কষ্ট হয়। কর্মীরা রক্ত ঝরায় এবং কেন্দ্রে ইউ পি এ শক্তিশালী হয়। এ রাজ্যে বামফ্রন্টের বিরোধীরা দ্বিধাদ্বন্দ্ব বিদীর্ণ, বিধ্বস্ত। বামপন্থীদের আরো এগিয়ে যাবার সুবর্ণ সুযোগ।

দুর্নীতি, দম্ভ, দাপট থেকে দূরে থেকে আরো বেশী মানুষের পাশে দাঁড়ানোর কর্মসূচী নিলে আগামী দিনে এই জনপ্রিয় সরকারের ভিত দৃঢ়তর হয়ে উঠবে। উন্নয়ন দ্রুততর হবে। সকলের আজ এটাই প্রত্যাশা।

২০০৬ বিধানসভা নির্বাচনে জঙ্গিপুর মহকুমার পাঁচ কেন্দ্রের প্রার্থী ফলাফল

দলের নাম	প্রাপ্ত ভোট	প্রদত্ত ভোট
৫০ ফরাক্কা		১২১৬৭৩
কংগ্রেস (মৈনুল হক)	৫৯৬৮২	
সিপিএম (আবদুস সালাম)	৫৩১৪২	
তৃণমূল কং (সোমেন পান্ডে)	৪৪৮৬	
মুঃ লীগ (আজিজুর রহমান)	১৮৮৯	
নির্দল (পরিচয় দাশগুপ্ত)	২৪৭৪	
৫১ অরঙ্গাবাদ		১৩৭৮৬৯
সিপিএম (তোয়াব আলি)	৬৩৪০৭	
কংগ্রেস (হুমায়ুন রেজা)	৬১০৪১	
তৃণমূল কং (তাজাম্মল হক)	৪৫৭৯	
মুঃ লীগ (মহঃ জোহক আলি)	২৫৯১	
নির্দল (আক্তার হোসেন)	১৯৬৫	
নির্দল (টিপু সুলতান)	২২৪৮	
নির্দল (পরিচয় সরকার)	২০৩৮	
৫২ সুতী		১৩০৯৫২
আরএসপি (জানে আলম মিঞা)	৬১৩৫৭	
কংগ্রেস (মহঃ সোহরাব)	৫৬১৩০	
বিজেপি ষষ্ঠীচরণ ঘোষ)	৫৯০৯	
এসপি (আনেসুর রহমান)	১৮৪৭	
নির্দল (মাইনুল হক)	১৮৩৩	
নির্দল (মহঃ সামিরুদ্দিন)	৩৮৭৬	
৫৩ সাগরদীঘি (এসসি)		১২৯৫৫০
সিপিএম (পরীক্ষিৎ লেট)	৬২৯৮৩	
কংগ্রেস (রাজেশ ভকত)	৫৬৯২০	
তৃণমূল কং (লক্ষ্মীকান্ত সরকার)	২৯৬৪	
বিজেপি (গৌরপদ বিশ্বাস মল্লিক)	৩৩১৩	
এসপি (অজিতকুমার হালদার)	১১৭২	
নির্দল (অশোককুমার দাস)	২১৯৮	
৫৪ জঙ্গিপুর		১২৫৯৪৬
আরএসপি (আবুল হাসনাত)	৬১৫২৬	
কংগ্রেস (হাবিবুর রহমান)	৪৮০২৯	
তৃণমূল কং (সেখ মহঃ ফুরকান)	৩৭৮৬	
বিএসপি (আবুল কালাম)	৩৫৮০	
এসপি (অজিতকুমার হালদার)	২০০১	
নির্দল (এসইউসিআই)(মির্জা নাসিরুদ্দিন)	৩৯৯৫	
নির্দল (আবুল কাশেম)	৯৪৮	
নির্দল (নজরুল ইসলাম)	২০৮১	